Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানির ইতিহাস ও জরুরী কিছু মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস এমি

রোলঃ 23090120132

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানির ইতিহাস ও জরুরী কিছু মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস এমি

রোলঃ 23090120132

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কোরবানির ইতিহাস ও জরুরী কিছু মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস এমি, আইডিঃ 23090120132 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কোরবানির ইতিহাস ও জরুরী কিছু মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস এমি

আইডিঃ 23090120132

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইবরাহীম (আ) এর বংশ পরিচয় 5

বিবি হাজেরা আলাইহিসসালামের সাথে ইবরাহীম (আ) এর বিয়ে: 5

ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম: 7

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বিবি হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলের মক্কায় হিজরত :.....9

কুরবানীর প্রাথমিক ইতিহাস: 10

ইবরাহীম (আ) এর কুরবানীর ইতিহাস: 14

যাবিহুল্লাহ কে ছিলেন?বাইবেল ও কুরআনের বিরোধ ও সংশয় নিরসনঃ.......................16

উম্মাতে মুহাম্মাদিতে কুরবানীর গুরুত্ব : 26

কুরবানী হতে শিক্ষা: 28

কার উপর কুরবানী ওয়াজিব, ...30

মাসআলা : ১...30

কার উপর কুরবানী ওয়াজিব, ...31

নেসাবের মেয়াদ,মাসআলা ৩. 32

নাবালেগের কুরবানী,মাসআলা : ৪. 32

মুসাফিরের জন্য কুরবানী,মাসআলা : ৫. 32

দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানীর হুকুম,মাসআলা : ৬..32

কুরবানীর সময়,মাসাআলা ৭:...32

রাতে কুরবানী করা,মাসআলা : ৮. 33

কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু সময়ের পর যবাই করলে,মাসআলা : ৯.......................33

কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে..34

নর ও মাদা পশুর কুরবানী,মাসআলা : ১২..34

কুরবানীর পশুর বয়স,মাসাআলা ১৩...34

সাত শরীকের কুরবানী...35

সাত শরীকের কুরবানী,....................35
কোনো অংশীদারের গলদ নিয়ত হলে....................36
কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ....................36
কুরবানীর উত্তম পশু,মাসআলা : ২১....................37
রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২২. 37
দাঁত নেই এমন পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৩:....................37
যে পশুর শিং ভেঙ্গে বা ফেটে গেছে,মাসআলা : ২৪;....................37
কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৫....................38
অন্ধ পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৬....................38
খোড়া পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৭....................38
নতুন পশু ক্রয়ের পর হারানোটা পাওয়া গেলে,মাসআলা : ২৮....................39
পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে,মাসআলা : ৩০. 39
পশুর বয়সের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা,মাসআলা :৩১....................39
বন্ধ্যা পশুর কুরবানী,মাসআলা : ৩২....................40
কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা,মাসআলা : ৩৩. 40
জবাইয়ে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে....................40
কুরবানীর পশু থেকে জবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া,মাসআলা : ৩৫. 40
কুরবানীর পশুর দুধ পান করা,মাসআলা : ৩৬....................40
কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে,মাসআলা :৩৭ 41
কুরবানীর পশুর বাচ্চা হলে....................41
কুরবানীর গোশত জমিয়ে রাখা,মাসআলা : ৪০. 42
জবাইকারীকে চামড়া, গোশত দেওয়া,মাসআলা : ৪৪....................42
জবাইয়ের অস্ত্র,মাসআলা : ৪৫....................42
পশু নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা,মাসআলা : ৪৬....................43

অন্য পশুর সামনে জবাই করা,মাসআলা : ৪৭. 43
কুরবানীর গোশত বিধর্মীকে দেওয়া,মাসআলা : ৪৮. 43
অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চাইলে,মাসআলা : ৪৯. 43
কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে,মাসআলা : ৫০. 43
পাগল পশুর কুরবানী,মাসআলা : ৫১. পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয। হযরত হাসান রা. বলেন, পাগল পশুর কুরবানী জায়েয। 44
নিজের কুরবানীর গোশত খাওয়া,মাসআলা : ৫২. 44
হাজীদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী,মাসআলা : ৫৪. 44
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা,মাসআলা : ৫৫...44
কোন দিন কুরবানী করা উত্তম,মাসআলা : ৫৬. 45
খাসীকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী,মাসআলা : ৫৭. 45
জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানী,মাসআলা : ৫৮. 45
বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী অন্যত্রে করা,মাসআলা : ৫৯. 45
কুরবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করবে,মাসআলা : ৬০. 45
কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ সাদকা করা...46
মাসআলা : ৬১. 46
কুরবানীর চামড়া বিক্রির নিয়ত,মাসআলা : ৬২. 46
কুরবানীর শেষ সময়ে মুকীম হলে,মাসআলা : ৬৩. 46
কুরবানীর পশুতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া,মাসআলা : ৬৪. 46
কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা,মাসআলা : ৬৫. 47
কুরবানীর পশুর হাড় বিক্রি, মাসআলা : ৬৬. 47
রাতে কুরবানী করা,মাসআলা : ৬৭. 47
কাজের লোককে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো,মাসআলা : ৬৮. 47
জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া,মাসআলা : ৬৯. 48

কুরবানি আদায়ে সমাজে প্রচলিত ভুল সমুহ: 48

ইবরাহীম (আ) এর বংশ পরিচয়

ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ছিলেন আল্লাহ তালা প্রেরিত এমন একজন নবী যার উপাধি ছিলো খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু।

আল্লাহ তা'আলার এই বিশিষ্ট নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বংশপরম্পরা হচ্ছে- ইবরাহীম বিন তারেখ বিন নাহুর বিন সারুগ বিন রাগাও বিন ফালেগ বিন আবের বিন সালেহ বিন আর বিন সাম বিন নূহ 'আলাইহিমুস সালাম।

ইবনে আসাকির র.হ. বলেন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মাতার নাম উমায়লা। কালবী বলেন, তার মাতার নাম বুনা বিনতে কুরবাতা বিন কুরাসি। তিনি বনি আরফাখাস বিন সাম বিন নূহ গোত্রের ছিলেন। (কাসাসুল আম্বিয়া, ২০২ পৃষ্ঠা)

এতে দেখা যাচ্ছে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম পিতা ও মাতা উভয়দিক দিয়েই নূহ 'আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পিতার নাম "আযর" বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ বলেন, তার নাম তারেখ; আযর তার উপাধি।

তবে ইমাম রাযীসহ পূর্ববর্তী কোন কোন আলেম বলেন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পিতার নাম "তারেখ" এবং চাচার নাম আযর। তার চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রিত্ব লাভের পর মুশরিক হয়ে যায়। আর চাচাকে পিতা বলা আরবি ভাষারীতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত। এই রীতি অনুযায়ী আযরকে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। (যুরকানী ও শরহে মাওআহিব)

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম দামেস্ক শহরের বারযা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। অবশ্য প্রসিদ্ধ হলো, তিনি বাবেল নগরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিবি হাজেরা আলাইহিসসালামের সাথে ইবরাহীম (আ) এর বিয়ে:

ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ছিলেন অত্যন্ত নরম, দয়ালু মনের মানুষ। মনে হয় সাহাবী আবু বকর (রা.) ও নবী ইবরাহীম (আ.) একই রকম মনের মানুষ ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে কুরআনে আছে, "নিশ্চয়ই ইব্রাহিম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের (আওয়াহ) ও সহনশীল (হালিম)।" (৯:১১৪)

তিনি বাচ্চাদের খুবই পছন্দ করতেন। আদর করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর প্রথম স্ত্রী সারাকে (আ.) তিনি যুবক বয়সে বিয়ে করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁদের কোনো সন্তান হয় নি। সন্তান না হওয়া এখন যেমন কষ্টের ব্যাপার, ঠিক তখনও তেমনি ছিলো।
কিন্তু বিবি সারাহ আল্লাহর কাছে সবসময় দুয়া করতেন, কখনো আশাহত হন নি, আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখেছেন।
তবে তিনিও স্বামীর অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখতেন। স্বামীর নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি স্বামীকে আবার বিয়ে করান। বিবি হাজেরা (আ.) তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হন।বিবি সারাহ ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী নারী। একবার ইব্রাহিম (আ.) ও সারাহ (আ.) মিশর সফরে বের হলেন।
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সফর করতে করতে এক অত্যাচারী শাসকের এলাকা অতিক্রমকালে একস্থানে যাত্রাবিরতি করেন।তার সঙ্গে ছিলেন বিবি সারা(আ)। আল্লাহ তা’আলা বিবি সারাকে যথেষ্ট সৌন্দর্য দান করেছিলেন। সে সময় জালিমের অনুচররা তাঁকে গিয়ে সংবাদ দিল যে, আমাদের এখানে ভিনদেশী একটি লোক এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে এক অনুপম সুন্দরী নারী। জালিম শাসক তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে তলব করে বিবি সারা'র সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানতে চাইলো। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জানতেন, এই জালিম সুন্দরী নারীদের জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেয় এবং তার স্বামীকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু স্বামী ছাড়া সঙ্গী অন্যজন হলে হত্যা করে না। এ জন্য তিনি কৌশল করে জবাব দিলেন, সে আমার বোন। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বিবি সারাকে বললেন, জালিম শাসক তোমার ও আমার সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছিল, তাই আমি বলে দিয়েছি, তুমি আমার বোন। কারণ, এই এলাকায় মুসলিম বলতে তো কেবল তুমি আর আমি। সুতরাং সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী হলেও দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাইবোনও বটে। কাজেই জালিমের কাছে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ফাঁস করে আমার মিথ্যাচারিতা করো না। বলে দিও, আমি তোমার ভাই।
তারপর সেই জালিম বিবি সারাকে তার কাছে ডেকে আনলো এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ালো। হযরত সারা আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ করলেন, ‘হে আল্লাহ, আমি যদি আপনার ও আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ছাড়া অন্য সকল থেকে আমার ইজ্জত রক্ষা করা বাকি থাকে, তা হলে এই জালিমকে আমার উপর থেকে রুখে দিন।’
এই দু‘আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা সেই জালিমের হাত-পা অবশ করে দিলেন। উপায়ান্তর না দেখে জালিম নিজের ভুল স্বীকার করে হযরত সারার কাছে ক্ষমা চাইল এবং এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাকে আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ করতে অনুরোধ করলো। বিবি সারা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ করলেন। কারণ, তার ভয় হয়েছিল, জালিম এই অবস্থায়

মারা গেলে তার লোকেরা তাকে জালিমের হত্যাকারী হিসেবে শাস্তি দিবে। বিবি সারাহর দু'আয় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

কিন্তু কিছুক্ষন পর পুনরায় সে কুমতলবে বিবি সারাহর দিকে হাত বাড়ালো। এবারও সে আগের মতো বরং তার চেয়ে বেশি মারাত্মকভাবে গযবে পতিত হলো এবং তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। তখন সে আবার বিবি সারাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে তার সেই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে বললো। তখনও বিবি সারাহ তার জন্য দু'আ করলেন। সে বিবি সারাহর দু'আয় সুস্থ হলো। কিন্তু পুনরায় সে বিবি সারাহর প্রতি কুমতলবে হাত বাড়ালো। এবারও তার হাত-পা আরো মারাত্মকভাবে অবশ হয়ে গেল। এবারও সে ক্ষমা চেয়ে বিবি সারাহ কে তার গযব থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করতে বললো। এবারও বিবি সারাহ দু'আ করলেন। তাতে সে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবে তিনবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

অবশেষে সে নিরাশ হয়ে অনুচরদের ডেকে বললো, এ তোমরা কাকে ধরে এনেছো? এ-তো জিনের প্রভাবে কাজ করে! একে ছেড়ে দাও। অন্য বর্ণনামতে, ঘটনাটিকে সে বিবি সারাহর কারামত মনে করলো এবং তাকে সম্মান দেওয়ার নির্দেশ দিল। আর নিজের খাস খাদেমা হাজেরাকে তার খাদেমা হিসেবে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করলো।

কোন কোন বর্ণনামতে, হাজেরা ছিলেন সেই বাদশার কন্যা অর্থাৎ শাহজাদী। বাদশা তাকে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রথা অনুসারে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর খাদেমা হয়ে
থাকতো বিধায় তাকে খাদেমা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথবা বড় ব্যক্তিদের জন্য উন্নতমানের খানা-পিনার আয়োজন করেও দাওয়াত করার সময় যেমন ডাল-ভাতের কথা বলা হয়, তেমনি হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মতো মর্যাদাবান নবীর পরিচয় পেয়ে নিজের কন্যাকে বাদশা খাদেমা বলে ব্যক্ত করেছে। শেষোক্ত এই কথাটি অর্থাৎ হযরত হাজেরা শাহজাদী ছিলেন না, বরং শাহজাদী ছিলেন, এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

যাই হোক, বিবি সারাহ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে শয়তানের চক্রান্ত অসার করে দেন এবং আপন ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে হযরত হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বিগ্ন, পেরেশান ও অপেক্ষমাণ হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসেন।পরবর্তীতে বিবি হাজেরাকে নিজ স্বামী ইবরাহীম আলাইহিসসালাম সালামের সাথে বিয়ে দেন।

ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম:

শামদেশে (সিরিয়া) হিজরতের সময় ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বয়স অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ৭৫ বছর ছিল এবং তাঁর স্ত্রী সারাহ ও হাজেরা বয়স্কা ছিলেন। হিজরত

করে শামে পৌঁছে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকেন এবং দীন প্রচারে দাওয়াত দিতে থাকেন।

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবিগণ বার্ধক্যে পৌঁছলেও এ পর্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি স্বীয় ওয়ারিস কামনা করে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দুআ করলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একজন নেককার সন্তান দান করুন।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁকে ফেরেশতার মাধ্যমে সন্তান দানের সুসংবাদ দিলেন।

যখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে স্বীয় ওয়ারিস চেয়ে দুআ করলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দুআ কবুল করে তাঁকে সন্তান দানের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলেন, তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন,

আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে কীভাবে সন্তান দান করবেন? আমার তো সন্তান হয় না এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা। আল্লাহ তা‘আলা ওহী পাঠালেন, আপনার এই স্ত্রীর মাধ্যমেই সন্তান হবে। তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ছোট বিবি হাজেরা ‘আলাইহিস সালাম গর্ভবতী হলেন।

যখন হযরত সারাহ ‘আলাইহিস সালাম হযরত হাজেরার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি নিজের সন্তান না হওয়ার কারণে মনে ব্যথা পেলেন এবং শয়তানের প্ররোচনায় পরে বিবি হাজেরাকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। তাই একপর্যায়ে বিবি হাজেরা বিবি সারাহর কাছ থেকে দূরে স্থানীয় একটি ঝর্নার কাছে চলে গেলেন। সেখানে একজন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

হে সারাহর খাদেমা, আপনি কোথা থেকে এলেন এবং কোথায় যাচ্ছেন?হাজেরা বললেন, সারাহর কাছ থেকে এসেছি। ফেরেশতা বললেন, আপনি তাঁর নিকট ফিরে যান এবং তাঁর অধীনেই থাকুন। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন নেক সন্তানের অতঃপর ফেরেশতা তাঁকে বললেন, হে হাজেরা, আপনি গর্ভবতী হয়েছেন এবং আপনি এমন এক ছেলেকে জন্ম দিবেন, যার নাম হবে ইসমাঈল।

সেখানে থেকে ফিরে হযরত হাজেরা আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সুসংবাদ অনুযায়ী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। তাঁর নাম ইসমাঈল রাখা হলো। যখন হযরত হাজেরার গর্ভের পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হলো, তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল ৮৬ বছর (কাসাসুল আম্বিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা)

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বিবি হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলের মক্কায় হিজরত :

যখন ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম জন্মলাভ করেন, অপর দিকে বিবি সারার সাথে বিবি হাজেরার বনিবনা হচ্ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ) কে নির্দেশ দিলেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননী হাজেরাকে মক্কার শুকনো প্রান্তরে কাবা ঘরের পাশে রেখে আসুন। তখন তিনি তাদের শামদেশ থেকে বহু দক্ষিণে বর্তমান মক্কা শহরের বাইতুল্লাহ্ এর নিকট রেখে এলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন, "আয় আল্লাহ্, এই শহরকে আপনি একটি নিরাপদ শহর হিসাবে গণ্য করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে হেফাজত করুন। কারণ, এই মূর্তির কারণে
অনেক লোক গোমরাহ হয়েছে। আমি এই মরুভূমিতে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যাচ্ছি। আপনি তাদের ঈমানে ও আমলে সালেহের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।"
এমনিভাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাদের দুনিয়ার উপকারের জন্যও দু'আ করলেন, "আয় আল্লাহ্, তাদের জন্য পানীয় ও ফলমূলের ব্যবস্থা করুন। যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়।"
এ কারণে মক্কা মুকাররামায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদসহ তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এতো অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে যায় যে, অন্যান্য অঞ্চলে শহর হতে সেগুলো পাওয়াও দুষ্কর। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ও ফলমূলের দু'আই করেননি, বরং প্রত্যেক বছর মক্কার সর্বোচ্চ স্থানের বসতি সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও দু'আ করেন। তাঁর এই দু'আর কারণে মক্কা মুকাররমার কোন কৃষিখাদ্য অথবা শিল্প এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উন্নতমানের খাদ্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, যা জগতের অন্যকোনো বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।
অতঃপর হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম যখন হাজেরা ও ইসমাঈল 'আলাইহিমাস সালামকে মক্কার প্রান্তরে রেখে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওনা হতে লাগলেন, তখন থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটু পানি দিয়ে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী পিছন পিছন গেলেন এবং বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এ মরুভূমিতে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর হুকুমেই কি আপনি আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। 'আল্লাহর হুকুমেই তোমাদের রেখে যাচ্ছি।তখন তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রক্ষা করবেন। অতঃপর ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম চলে গেলেন।
এদিকে অল্পদিনের মধ্যে পানি ও খাবার শেষ হয়ে গেল। তখন বিবি হাজেরা পানির জন্য পাগলের মতো সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানি পাচ্ছিলেন না। এরইমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল 'আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিলেন।

ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের পায়ের দিকে, ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) নিজের বাজু দিয়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সেখানে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়ে গেল। হযরত হাজেরা ছুটে এসে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করলেন। উক্ত কূপটি পরবর্তীতে যমযম কূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যার পানি সারা বিশ্বের মানুষ পান করে এবং উক্ত পানিকে বেহেশতের পানি থেকেও বরকতময় বলা হয়েছে।

অতঃপর কাবিলায়ে জুরহুম পানির সন্ধান পেয়ে সেখানে এসে তাদের সাথে বসবাস শুরু করে দিল। অপরদিকে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বিবি-বাচ্চাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মক্কায় আসতেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে ফিলিস্তিন ফিরে যেতেন। (আনওয়ারুল বয়ান, ৫:১৬০)

কুরবানীর প্রাথমিক ইতিহাস:

কুরবানীর ইতিহাস সুদূর প্রাচীন। সেই আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,

অর্থাৎ, আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ্ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। [সূরা মায়িদাহ,আয়াত ২৭]

এ বিষয়ে কুরআন যা বলেছে তা এই যে, দু'ভাই আল্লাহর নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ একজনের কুরবানী কবুল করেন, অন্যজনেরটা করেননি। তাতে ক্ষেপে গিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করে, যার কুরবানী কবুল হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত অগ্নি গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ'ত। ক্বাবীল কৃষিকাজ করত। সে কার্পণ্য বশে কিছু নিকৃষ্ট প্রকারের শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। হাবীল পশু পালন করত। সে আল্লাহর মহববতে তার উৎকৃষ্ট দুম্বাটি কুরবানী করল। অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি নিয়ে গেল। কিন্তু কাবীলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এতে ক্বাবীল ক্ষুব্ধ হ'ল এবং হাবীলকে বলল, لَأَقْتُلَنَّكَ 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। হাবীল তখন তাকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি' (মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)।
ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, হাবীলের কুরবানী দেওয়া দুম্বাটিই পরবর্তীতে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক ইসমাঈলকে কুরবানীর বিনিময় হিসাবে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়।[32]
আহলে কিতাব-এর মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রসিদ্ধি আছে যে, হত্যাকান্ডের স্থলটি ছিল উত্তর দামেস্কে 'ক্বাসিয়ূন' (قاسيون) পাহাড়ের একটি গুহায়। যা আজও 'রক্তগুহা' (مغارة الدم) নামে খ্যাত। যদিও এর কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই।[33]
কুরতুবী বলেন, ক্বাবীল স্রেফ হিংসা বশে হাবীলকে হত্যা করেছিল। সে চায়নি যে, ছোট ভাই হাবীল তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রশংসিত হৌক (তাফসীর কুরতুবী) ইবনু কাছীর বলেন, ইতিপূর্বে মায়েদাহ ২০ হ'তে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ৭টি আয়াতে মূসার প্রতি বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা এবং তার শাস্তি স্বরূপ তীহ প্রান্তরে তাদের দীর্ঘ ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণের লাঞ্ছনাকর ইতিহাস শুনানোর পর মদীনার ইহুদীদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের পারস্পরিক হিংসার মর্মান্তিক পরিণামের কথা শুনানো হয়েছে একারণে যে, তারা যেন স্রেফ হিংসা বশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা না করে এবং কুরআনকে অস্বীকার না করে' (তাফসীর ইবনু কাছীর)। কেননা তারা শেষনবীকে চিনলেও তাকে মানেনি স্রেফ এই হিংসার কারণে যে, ইস্রাঈল বংশে তাঁর জন্ম না হয়ে ইসমাঈল বংশে জন্ম হয়েছিল। এই জ্ঞাতি হিংসা ইহুদীদেরকে মুসলমানদের চিরশত্রুতে পরিণত করেছে। একইভাবে কেবল মাত্র হিংসার কারণেই কাবীল তার সহোদর ছোট ভাই হাবীলকে খুন করেছিল এবং পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। কেবল ইহুদী-নাছারা নয়, যুগে যুগে ইসলাম-বিদ্বেষী সকলের অবস্থা প্রায় একইরূপ। আজকের বিশ্বের অশুভ শক্তি বলয় সর্বত্র ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে, তা কেবলি সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার চিরন্তন হিংসার আধুনিক রূপ মাত্র।

উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ)-এর শরী'আতের বিরোধিতা করে নিজের যমজ সুশ্রী বোনকে জোর করে বিয়ে করার জন্য এবং উক্ত বিয়ের দাবীদার হাবীলকে পথের কাঁটা মনে করে তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ছিল বলে যে 'আছার' সমূহ ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর প্রভৃতি তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই 'মুরসাল', যঈফ ও মওযূ। ইবনু কাছীর বলেন, এগুলি স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র এবং পরবর্তীতে মুসলমান হওয়া সাবেক ইহুদী পন্ডিত কা'ব আল-আহবার থেকে নকলকৃত।[34]

আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এই আয়াতের উপর আমলকারী প্রথম ব্যক্তি হ'লেন তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান ইবনু আফফান (ইবনু কাছীর)। যিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হ'লেও বিদ্রোহীদের দমনে মদীনাবাসীকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেননি। 'ফিৎনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম' রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ নির্দেশনা প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَم 'তুমি আদমের দুই পুত্রের মধ্যে উত্তমটির মত হও' (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন'।[35]

ইবনু কাছীর বলেন যে, এই সব 'আছার' একথা দাবী করে যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোন কারণ বশে ছিল না বা কোন নারীঘটিত বিষয় এর মধ্যে জড়িত ছিল না। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ উক্ত কথা সমর্থন করে, যা মায়েদাহ ২৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব পূর্বাপর বিষয় সমূহ দ্বারা একথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসা বশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি (তাফসীর ইবনু কাছীর)। যদিও এতে হাবীলের কোন হাত ছিল না।

ভালোর প্রতি এই হিংসা ও আক্রোশ মন্দ লোকদের মজ্জাগত স্বভাব। যা পৃথিবীতে সর্ব যুগে বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে ভালো লোকেরা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই লাভবান হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরা সাময়িকভাবে লাভবান হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নির্দোষ হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ক্বাবীল তার আক্রোশ মিটিয়ে সাময়িকভাবে তৃপ্তিবোধ করলেও চূড়ান্ত বিচারে সে অনন্ত ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ- 'অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল' (মায়েদাহ ৫/৩০)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، رواه البخاري-

'অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হ'লে তাকে খুন করা পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম পুত্রের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা সেই-ই প্রথম হত্যাকান্ডের সূচনা করে'।[36] তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তির উপর তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন প্রকারের যুলুম রয়েছে, সে যেন তার থেকে আজই তা মুক্ত করে নেয়, সেইদিন আসার আগে, যেদিন তার নিকটে দীনার ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে)। যদি তার নিকট কোন সৎকর্ম থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার

কোন নেকী না থাকে, তাহ'লে মযলূমের পাপ সমূহ নিয়ে যালেমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[37]
উক্ত মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-

'আর তারা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে ও তার সাথে অন্যদের পাপভার এবং তারা যেসব মিথ্যারোপ করে, সে সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে' (আনকাবূত ২৯/১৩)।

[32]. তাফসীর ইবনু কাছীর, মায়েদাহ ২৭-৩১ আয়াত; গৃহীত। তাফসীর ইবনু জারীর, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে, সনদ জাইয়িদ।
[33]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৭ পৃঃ।
[34]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৮৭ পৃঃ।
[35]. আবুদাঊদ হা/৪২৫৭, ৫৯৬২ 'ফিতান' অধ্যায়; তিরমিযী হা/২২০৪, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১ সনদ ছহীহ।
[36]. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১১ 'ইল্ম' অধ্যায়।
[37]. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ ২১।

কুরবানীর বিধান প্রত্যেক জাতির জন্যই ছিল।
মহান আল্লাহ বলেন,
অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছি; যাতে তারা তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসর্মপণ কর। আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে; যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [সূরা হাজ্জ]
ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কুরবানী আদর্শ হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,
অর্থাৎ, অতঃপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতার (ইব্রাহীমের) সাথে চলা-ফেরার (কাজ করার) বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ' সে বলল, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা

হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।' অনন্তর পিতা-পুত্র উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম (আ) তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে শায়িত করল, তখন আমি ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিলাম। আর তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম। [সুরা সফফাত]

ইবরাহীম (আ) এর কুরবানীর ইতিহাস:

মক্কাতে হিজরতের পর ছোট্ট ইসমাঈল সেখানেই বেড়ে উঠতে থাকে। যতই বড় হতে থাকে পিতা ইবরাহীম (আ) এর প্রতি ততই ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পিতা ইবরাহীম (আ) এরও পুত্র ইসমাঈল (আ) এর প্রতি তীব্র ভালোবাসা সৃষ্টি হতে থাকে। পুত্র ইসমাঈল যখন ছোটাছুটি করার বয়সে উপনীত হন তখন ইবরাহীম আ. এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, একমাত্র কলিজার টুকরোকে যবেহ করছেন।

এটা যদিও স্বপ্ন ছিল; কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন ওহীর মতো হয়ে থাকে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ এই ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহীম আ.-কে একমাত্র সন্তান ইসমাঈল আ.-কে যবেহ করার আদেশ করা হয়েছে।

ইসমাঈল আ. যদিও ইবরাহীম আ.-এর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও দুআর ফল; কিন্তু তাঁর কাছে আল্লাহর আদেশ ছিল সবার উপরে। তিনি খুশিমনে এ আদেশ পালন করতে রাজি হয়ে গেলেন। কেননা সন্তান আল্লাহ্ই দান করেছেন। এখন তিনিই তাকে যবেহ করার আদেশ করেছেন। তাঁর দেওয়া সম্পদ তাঁর জন্য কুরবান করতে দ্বিধা কীসের? বান্দার জন্য এটা বরং সৌভাগ্যের বিষয়।

ইবরাহীম আ. অতীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সবগুলোতে চূড়ান্ত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই আদেশ পালনেও নিজের দিক থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা যেহেতু দুইজনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল, তাই অপরজনের অভিমত জানা বা অন্তত অবহিত করা উচিত। এতে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবেন অথবা তার কোনো দ্বিধা থাকলে বুঝানো-সমঝানো যাবে।

ইবরাহীম আ. নিজ স্বপ্নের কথা সন্তানকে জানিয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন-

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰي فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰي.

হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি , আমি তোমাকে যবেহ করছি। তাই তুমি চিন্তা করে দেখ, তোমার অভিমত কী।

কিন্তু তিনি তো ছিলেন খলীলুল্লাহর পুত্র এবং ভাবী নবী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন-

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা করে ফেলুন। আপনি আমাকে আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। -সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০২

এটা ইসমাঈল আ.-এর গভীর জ্ঞান ও বিনয়ের পরিচায়ক। ইবরাহীম আ. তাঁর কাছে একথা বলেননি যে, আল্লাহ তোমাকে যবেহ করার আদেশ করেছেন; তিনি একটি স্বপ্নের কথা বলেছেন মাত্র। কিন্তু ইসমাঈল আ. বুঝে ফেলেছেন, এ স্বপ্ন মূলত আল্লাহর একটি আদেশ।

দ্বিতীয়ত, তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলে বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন এবং 'আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন' বলে এ ইঙ্গিত করেছেন যে, এই ধৈর্য একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরো বহু ধৈর্যশীল আছেন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে তাদের মধ্যে পাবেন। এভাবে তিনি অহংকার ও আত্মমুগ্ধতার নাম-গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে চূড়ান্ত বিনয়ের প্রকাশ করলেন।

যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য রাজি হয়ে গেলেন তখন এল আসল পর্ব। ইবরাহীম আ. পুত্রকে যবেহ করার জন্য কাত করে শোয়ালেন।

যবেহের ক্ষেত্রে যদিও সাধারণ নিয়ম হল চিত করে শোয়ানো; কিন্তু ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ.-কে কাত করে শোয়ানোর উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন প্রসঙ্গে তাঁরা দুইজন নিজেদের পক্ষ থেকে তো এটাই ধরে নিয়েছিলেন যে, পিতা পুত্রকে কার্যত যবেহ করবেন। তাই ইবরাহীম আ. পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন, যাতে ছুরি চালানোর সময় চেহারা নজরে না পড়ে, পাছে পুত্রবাৎসল্য উঠলে মন টলে যায়। এ থেকে অনুমেয়, এই আদেশ পালনের জন্য তাঁরা কত আন্তরিক ছিলেন।

আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের জন্য তাঁরা যেহেতু তাঁদের এখতিয়ারাধীন সবকিছুই করে ফেলেছিলেন, তাই তাঁদের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। অনন্তর আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের এক কারিশমা দেখালেন। তিনি নিজ কুদরতে সেখানে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন। ইবরাহীম আ. আল্লাহর নির্দেশে পুত্রের স্থলে সেটি যবেহ করলেন। ইসমাঈল আ. জীবিত ও নিরাপদ থাকলেন।

কুরআনের ভাষায়-

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ.

অতঃপর যখন তারা উভয়ে আদেশ মান্য করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা। এবং আমি এক মহান কুরবানীর (পশুর) বিনিময়ে তাকে (ইসমাঈল) মুক্ত করলাম। -সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০৩-১০৭

ইবরাহীম আ.-এর এই দুম্বা কুরবানী হল, ইসলামী শরীয়তে নির্দেশিত কুরবানীর পদ্ধতির মূল সূত্র। (সামর্থ্যবান) মুসলমানদের কর্তব্য হল (নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট) পশু কুরবানী করা। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যাবিহুল্লাহ কে ছিলেন?বাইবেল ও কুরআনের বিরোধ ও সংশয় নিরসনঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন এক অন্ধকার সময়ের কথা বলে গিয়েছেন, যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু বিকেলে কাফির হয়ে যাবে।[১] গায়েবের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তবে বর্তমানে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটছে। তাঁরা ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন অভিযোগ দেখে, অজ্ঞতার কারণে অতি সহজেই ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছেন। কখনো কখনো তাঁরা সেসব অভিযোগের সত্যতাও ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেন না। আজ চারদিক থেকে নানাভাবে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে: ''তোমরা যে বিশ্বাস কর ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) তাঁর ছেলে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন, আসলে এটি একটি মিথ্যা কথা।'' তারা দৃঢ়তার সাথে বলে, কুরআন ও হাদীসে কোথাও ইসমাঈলকে ('আলাইহিসসালাম) কুরবানি করার কথা নেই! তারা বাইবেল ও কুরআন উভয় গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে—ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) ছিলেন কুরবানির জন্য নির্বাচিত সন্তান (যাবিহুল্লাহ)। তাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে ঈমানের পথ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের ধর্ম প্রচার করার জন্য অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিলো। এখন তাদের দলে নাস্তিকরাও যোগ দিয়েছে। এ যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! যা হোক, এ বিষয়টা নিয়ে এই লেখা।

ইসলামী আক্বীদাহ হচ্ছে—নবী ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর বড় ছেলে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে কুরবানির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিলো। অর্থাৎ, ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) হচ্ছেন 'যাবিহুল্লাহ'। কুরআন দ্বারা এটি প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে।[২]

অপরদিকে বাইবেল বলে যে, ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর অন্য ছেলে ইসহাক ('আলাইহিসসালাম)-কে কুরবানির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিলো। বাইবেলের Old Testament বা 'পুরাতন নিয়ম'[৩] অংশটিকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীরা নিজ ধর্মগ্রন্থ

হিসাবে স্বীকার করে। তাদের এ বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে পুরাতন নিয়ম অংশের গ্রন্থ আদিপুস্তক (Genesis) এর বর্ণনা। কাজেই এ নিয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস এক এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস আরেক। নাস্তিকরা মূলত ইসলামের বিরোধিতা করে এবং অনেক সময়েই অটোমেটিক চয়েজ হিসাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থানকে সমর্থন করে। আমরা এখন কুরআন-হাদীস এবং বাইবেল সকল প্রকারের উৎস থেকেই ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর কুরবানির ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করবো এবং দেখবো আসলে কে কুরবানির জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন—ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) নাকি ইসহাক ('আলাইহিসসালাম)।

কুরআনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর বড় ছেলে অর্থাৎ ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে কুরবানি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।

وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهۡدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبۡ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرۡنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ
حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلۡمَنَامِ أَنِّىٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰ‌ۚ
قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ‌ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُ ۥ لِلۡجَبِينِ
(١٠٣) وَنَـٰدَيۡنَـٰهُ أَن يَـٰٓإِبۡرَٲهِيمُ (١٠٤) قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآ‌ۚ إِنَّا كَذَٲلِكَ نَجۡزِى ٱلۡمُحۡسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ
هَـٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَـٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيۡنَـٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى ٱلۡأَخِرِينَ (١٠٨)
سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبۡرَٲهِيمَ (١٠٩) كَذَٲلِكَ نَجۡزِى ٱلۡمُحۡسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ ۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (١١١)
وَبَشَّرۡنَـٰهُ بِإِسۡحَـٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِين(١١٢)

অর্থ: এবং সে [ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)] বললো, "আমি আমার প্রভুর দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। হে আমার প্রভু, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।" অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের (ইব্রাহিম আ এর ১ম সন্তান) সুসংবাদ দিলাম । অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন সে [ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)] বললো, "হে প্রিয় পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখো তোমার কী অভিমত।" সে বললো, "হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা-ই করুন। আপনি আমাকে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং সে তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করলো – তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, "হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো।" নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানির বিনিময়ে। আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিলো আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। এবং আমি তাকে সুসংবাদ

দিয়েছিলাম ইসহাকের [ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর ২য় সন্তান], সে ছিলো এক নবী, সৎকর্মশীলদের অন্যতম। সুরা সফফাত [৩৭):৯৯-১২২]

এখানে পুরো কুরবানির ঘটনা বর্ণনা করার পরে ১১২ নং আয়াতে ২য় সন্তান ইহসাক (আ) এর জন্মের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ঘটনার সময় ইসহাক(আ) এর জন্মই হয়নি।

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩)
فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ
لُوطٍ (٧٠) وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوب(٧١) ◌َ

অর্থ: আর অবশ্যই আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আসলো। তারা বললো, "সালাম।" সেও বলল, "সালাম।" বিলম্ব না করে সে একটি ভুনা গো বাছুর নিয়ে আসলো। অতঃপর যখন সে দেখতে পেলো তাদের হাত এর [খাবারের] প্রতি পৌঁছাচ্ছে না, তখন তাদেরকে অস্বাভাবিক মনে করলো এবং সে তাদের থেকে ভীতি অনুভব করলো। তারা বললো, "ভয় করো না, নিশ্চয়ই আমরা লূতের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছি।" তার স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলো, সে হেসে ফেললো। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়া'কুবেরও। [সূরাহ হুদ (১১):৬৯

এখানে স্পষ্টত বলা হচ্ছে ফেরেশতারা একই সাথে ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)-কে ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) ও ইয়া'কুব ('আলাইহিসসালাম) এর সুসংবাদ দেন। ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) যদি যাবিহুল্লাহ হয়ে থাকেন, তাহলে ইয়া'কুব ('আলাইহিসসালাম) এর সংবাদ কীভাবে দেওয়া হবে? তিনি তো কুরবানিই হয়ে যাবেন! তাহলে তো ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)-কে কোনো পরীক্ষা করা হলো না। পরীক্ষার ফল আগে থেকেই জানা, ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) বেঁচে যাবেন ও তাঁর ছেলে ইয়া'কুব ('আলাইহিসসালাম) নবী হবেন!

আল কুরআনের তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে মুসলিম উম্মাহ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) হচ্ছেন যাবিহুল্লাহ।

খ্রিষ্টান প্রচারক কিংবা নাস্তিকরা এই বলে জল ঘোলা করে যে, কুরআনে কেন সরাসরি নাম বলা হয়নি। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, সরাসরি নাম না বললেও কুরআনে এটা স্পষ্ট যে, ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর ১ম সন্তান অর্থাৎ ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-ই যাবিহুল্লাহ। কুরআনে কুরবানির পুরো ঘটনা উল্লেখ করে[৪] যাবিহুল্লাহর নাম উহ্য রাখা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনা শেষ করার পরে ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) এর বৃত্তান্ত শুরু করা হয়েছে। এরপর মূসা ('আলাইহিসসালাম) ও হারুন ('আলাইহিসসালাম) এর বৃত্তান্ত।[৫] একজন নবীর পর আরেকজন নবীর বিবরণ। এ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কুরবানির উদ্দেশ্যে ইসহাক

(‘আলাইহিসসালাম)-কে নেওয়া হয়নি, বরং বড় ছেলে অর্থাৎ ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম)-কে নেওয়া হয়েছিলো। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা একমত যে, ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম) এর বড় ছেলে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম)। কুরআনে অনেক সময়েই মহিমান্বিত ব্যক্তির নাম উহ্য রেখে বিশেষণ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এটা কুরআনের একটি বর্ণনাভঙ্গি। ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) ছাড়াও ইউনুস (‘আলাইহিসসালাম) এর নাম উহ্য রেখে এক স্থানে তাঁকে ‘যান নুন’ (মাছওয়ালা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ٨٧- ۞

অর্থ: আর স্মরণ কর মাছওয়ালার [ইউনুস(‘আলাইহিসসালাম)] কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিলো এবং মনে করেছিলো যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবো না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিলো, ‘‘আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম যালিম।’’ [সুরা আম্বিয়া ২১:৮৭]

সহীহ বুখারীতে ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম) কর্তৃক তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম)-কে মক্কার মরুভূমিতে রেখে আসার ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) ... সাঈদ ইবনু জুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) এর মায়ের (হাযেরা) নিকট থেকে। হাযেরা (‘আলাইহাসসালাম) কোমরবন্ধ লাগাতেন সারাহ (‘আলাইহিসসালাম) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতপর (আল্লাহর হুকুমে) ইবরাহীম (আ) হাযেরা (আ) এবং তার শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ) কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে হাজেরা (আ) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কাবা ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (আলাইহিসালাম) তাদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের (মাসজিদুল হারাম) উচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদের রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিলো কোনো মানুষ, না ছিলো কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাঁদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি।

এরপর ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোনো, সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাঁকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (‘আলাইহাসসালাম) তাঁকে

বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা ('আলাইহাসসালাম) বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)-ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌছালেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রভু! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ... ... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। [সূরাহ ইবরাহীম (১৪):৩৭] (এ দু'আ করে ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) চলে গেলেন) আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিলো, তা ফুরিয়ে গেলো। তিনি নিজে পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করেছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'কে একমাত্র তাঁর নিকটমত পর্বত হিসাবে পেলেন। এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না।

তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দানে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইবন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, এজন্যই মানুষ (হাজ্জের বা উমরার সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সা'ঈ করে থাকে। এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ দিয়ে শুনি।) তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছো, আর আমিও শুনেছি। যদি তোমার কাছে কোনো সাহায্যকারী থাকে, (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত, সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা ('আলাইহাসসালাম) এর চারপাশে নিজ হাতে বাধা দিয়ে এক হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষ ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠতে থাকলো। ইবন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, ইসমাঈলের মা'কে আল্লাহ রহম করুন। যদি

তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো।

রাবী বলেন, তারপর হাযেরা ('আলাইহাসসালাম) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিলো। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিলো। এরপর হাযেরা ('আলাইহাসসালাম) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। ... [সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩১২৫; সম্পূর্ণ হাদীসটি দেখুন]
এবার আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করবো। সহীহ বুখারীর হাদীস এবং বাইবেলের আদিপুস্তক (Genesis) এ ব্যাপারে একমত যে—ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে যখন মরুভূমিতে রেখে আসা হয়, তখন তিনি ছিলেন ছোট শিশু।
ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে ঘটনাটি যেভাবে আছে—-
[ঈশ্বর বললেন] "আমি দাসীর ছেলেটিকেও এক মহা জাতিতে পরিণত করবো, কারণ সে তোমার বংশধর।" পরদিন সকালে আব্রাহাম [ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)] কিছু খাবার এবং চামড়ার থলেতে পানি নিলেন এবং হাগারকে (বিবি হাযেরা) দিলেন। তিনি বাচ্চাটি সহ সেগুলো তার কাধে তুলে দিলেন। এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি [হাগার/বিবি হাযেরা] চলে গেলেন এবং বেরশেবার মরুভূমিতে ঘুরতে লাগলেন। চামড়ার থলের পানি যখন শেষ হয়ে গেলো, তিনি বাচ্চাটিকে ঝোঁপের নিচে রাখলেন। তিনি উঠে গেলেন এবং কাছেই তীর ছোঁড়ার দূরত্বে গিয়ে বসে পড়লেন। কারণ তিনি ভাবছিলেন, "আমি বাচ্চাটার মরণ দেখতে পারবো না।" তিনি কাছে বসে ছিলেন এবং বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করলো। ঈশ্বর ছেলেটির কান্না শুনলেন। ঈশ্বরের স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে হাগারকে আহ্বান করলেন, "কী হয়েছে হাগার? ভয় পেয়ো না। ছেলেটি যে স্থানে শুয়ে আছে, ঈশ্বর সেখান থেকে ওর কান্না শুনেছেন। ছেলেটিকে তুলে নাও এবং ধরে রাখো, কারণ আমি তাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করবো।"
অতঃপর ঈশ্বর তাঁর চোখ খুলে দিলেন এবং তিনি পানির এক কূপ [জমজম কূপ] দেখতে পেলেন। তিনি সেদিকে গেলেন, চামড়ার থলে পানি দিয়ে ভর্তি করলেন এবং ছেলেটিকে পানি খাওয়ালেন।

"And I (God) will make a nation of the son of the slave woman (Hagar) also, because he is your offspring." So Abraham rose early in the morning,

and took bread and a skin of water, and gave it to Hagar, putting it on her shoulder, along with the child, and sent her away. And she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
When the water in the skin was gone, she cast the child under one of the bushes. Then she went, and sat down over against him a good way off, about the distance of a bowshot; for she said, "Let me not look upon the death of the child." And as she sat over against him, the child lifted up his voice and wept. And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar from heaven, and said to her, "What troubles you, Hagar? Fear not; for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him fast with your hand; for I will make him a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the skin with water, and gave the lad a drink. [RSV][৬]

কিন্তু এখানে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আদিপুস্তক (Genesis) গ্রন্থের বর্ণনায় একটা বড়সড় সমস্যা আছে। ২১নং অধ্যায়ে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে মরুভূমিতে রেখে আসার সময়ে তিনি এক ছোট শিশু ছিলেন। ঠিক যেভাবে রাসূল (ﷺ) এর হাদীসে বলা হয়েছে।

কিন্ত, একটু আগেই, ঐ একই অধ্যায়ে [আদিপুস্তক ২১:৫-১১] বলা হচ্ছে—ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে নির্বাসন দেবার কারণ ছিলো তিনি ইসহাক ('আলাইহিসসালাম)-কে ব্যাঙ্গ করছিলেন! এ কী করে সম্ভব, যে ছেলে কাউকে ব্যাঙ্গ করার মতো বড়, এক অধ্যায় পরেই সেই ছেলেটি একটি দুধের শিশুতে পরিণত হয় যে পানির জন্য কাঁদে?? যাকে তাঁর মা তুলতে পারেন?

ইসহাকের যখন জন্ম হয়, তখন আব্রাহামের [ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)] বয়স ১০০ বছর। সারা বললেন, "ঈশ্বর আমার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিলেন। আর যে এ খবর শুনবে, সেও হাসবে।" তিনি আরো বললেন, "আব্রাহামকে কে-ই বা বলতে পেরেছিলো যে, সারা একসময় বাচ্চা লালনপালন করবে? তারপরেও আমি বৃদ্ধা বয়সে তাঁকে একটা সন্তান এনে দিলাম।" বাচ্চাটি বড় হলো এবং দুধ খাওয়া ছাড়লো। আর যেদিন ইসহাক দুধ খাওয়া ছাড়লো, সেদিন আব্রাহাম এক বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন। কিন্তু সারা লক্ষ করলেন যে, আব্রাহামের মিশরীয় দাসীর ছেলেটি [ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)] ব্যাঙ্গ করছিলো। সারা আব্রাহামকে বললেন, "ঐ দাসী আর তার ছেলেটাকে বের করে দাও। কারণ দাসীর ছেলে আমার ছেলে ইসহাকের উত্তরাধিকারের অংশীদার হতে পারে না।"

Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born to him. Sarah said, “God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me.” And she added, “Who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age.” The child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham was mocking, 10 and she said to Abraham, “Get rid of that slave woman and her son, for that woman’s son will never share in the inheritance with my son Isaac.” [NIV][৭]

বাইবেলের বর্ণনামতে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) ছিলেন ছোট ভাই ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর চেয়ে ১৪ বছরের বড়।[৮] ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর দুধ ছাড়াতে ২ বছর লাগার কথা। সেই হিসাবে ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর দুধ ছাড়ানোর ভোজসভার সময়ে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) এর বয়স ছিলো ১৪+২=১৬ বছর। বাইবেলের বর্ণনামতে, ১৬ বছরের ছেলেটি ব্যাঙ্গ করার জন্য তার মা-সহ ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম) বের করে দিয়েছিলেন। অথচ বের করে দেবার পরেই আদিপুস্তক (Genesis) ২১:১৩-২১ এর বর্ণনায় ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) দুধের শিশু হয়ে গেলেন!!!

এর অর্থ হচ্ছে—ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) কর্তৃক ব্যাঙ্গ করার ঘটনাটি একটি বানোয়াট ঘটনা। এই ঘটনার কারণেই বাইবেলে এত বড় স্ববিরোধিতা দেখা দিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস এবং আদিপুস্তক (Genesis) ২১:১৩-২১ উভয়ের বর্ণনা অনুযায়ী বের করে দেবার সময়ে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) ছিলেন শিশু। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী—ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়ারও আগে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম)-কে কুরবানি দিতে নিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছিলো।[৯] এর মানে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম)-কে মরুভূমিতে রেখে আসার ঘটনাটাও ঘটেছিলো ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর জন্মেরও বহু আগে। কাজেই ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম) কর্তৃক ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর ভোজসভায় ব্যাঙ্গ করার ঘটনা ঘটবার প্রশ্নই আসে না। অতএব কুরবানির জন্য একমাত্র বড় ছেলে ইসমাঈল (‘আলাইহিসসালাম)-কেই বাছাই করা সম্ভব।

বাইবেলের বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানি দিতে নিয়ে যাবার জন্য, অথচ নামের জায়গায় ইসহাক (‘আলাইহিসসালাম) এর নাম।

এই সমস্ত কিছুর পরে ঈশ্বর ঠিক করলেন যে, তিনি আব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা করবেন। তাই ঈশ্বর ডাকলেন, "অব্রাহাম [ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম)]!" এবং অব্রাহাম সাড়া দিলেন, "বলুন!" তখন ঈশ্বর বললেন, "তোমার একমাত্র পুত্র ইসহাক যাকে তুমি ভালবাসো, তাকে মোরিয়া অঞ্চলে নিয়ে যাও। সেখানে পর্বতগুলির মধ্যে একটির ওপরে তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও। আমি তোমাকে বলবো কোন পর্বতের ওপর তুমি তাকে বলি দেবে।"

...

দূত বললেন,

"তোমার পুত্রকে হত্যা কোরো না, তাকে কোনোরকম আঘাত দিও না। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি ঈশ্বরকে ভক্তি করো এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করো। প্রভুর জন্যে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে পর্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত।"

...

"আমার জন্যে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও বলি দিতে প্রস্তুত ছিলে। আমার জন্যে তুমি এত বড় কাজ করেছো বলে আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি; আমি, প্রভু নিজেরই দিব্য করে প্রতিশ্রুতি করছি ,""

" After these things God tested Abraham, and said to him, "Abraham!" And he said, "Here am I." He said, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Mori'ah, and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you."

...

He said, "Do not lay your hand on the lad or do anything to him; for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me."

...

and said, "By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this, and have not withheld your son, your only son, "[RSV][১০]

ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) কখনোই ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর একমাত্র পুত্র ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর ২য় ছেলে। কেবলমাত্র বড় ছেলে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-এরই ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর "একমাত্র পুত্র" হওয়া সম্ভব। ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) এর জন্মের আগ পর্যন্ত ১৪ বছর ধরে তিনিই ছিলেন ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) এর "একমাত্র পুত্র"।

প্রকৃতপক্ষে ঝামেলাটা আছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অংশের লেখক হচ্ছে ইহুদিরা। তারা একে Tanakh বলে। ইহুদিরা এই ঘটনায় ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) ও ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) এর নাম অদলবদল করতে

গিয়ে ফ্যাকরাটা বাঁধিয়েছে। ইহুদিরা চেয়েছিলো কুরবানির ঘটনায় ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) এর নাম বদলে ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) এর নাম বসাতে, কারণ ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) তাদের পূর্বপুরুষ।[১১] এই কুকাজটা করতে গিয়ে তাদের কিতাবে এই হাস্যকর বৈপরিত্য বা স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে—কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় কোনো বৈপরিত্য বা ঝামেলা নেই। বরং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ তানাখ (Tanakh) ও বাইবেলে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) ও ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) এর নাম অদল-বদল করে ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে কুরবানির ঘটনা থেকে সরানো এবং ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) এর নামে একটি বানোয়াট ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করবার কারণেই তাদের গ্রন্থে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা মেনে নিলে আর এই সমস্যা থাকে না, বরং ব্যাপারগুলো খাপে খাপে বসে যায়। অথচ নাস্তিক-মুক্তমনারা অন্ধভাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের বিবরণের উপরেই নির্ভর করে, শুধুমাত্র ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য। অথচ এ দ্বারা তাদের নিজেদের ভুল অবস্থান তো প্রমাণ হলোই, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতিও প্রমাণ হলো। আমরা মুসলিমগণ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ নবী-রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না[১২], আমরা সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করি ও ভালোবাসি। কুরআন-হাদীসে যদি বলা হতো ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) যাবিহুল্লাহ, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় তা মেনে নিতাম। ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম) ও ইসহাক ('আলাইহিসসালাম) উভয়কেই আমরা ভালোবাসি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ এবং বাইবেল সকল সূত্র থেকেই এটা প্রমাণিত যে, ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-ই যাবিহুল্লাহ। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার থেকে রক্ষা করুন।

তথ্যসূত্র :

[১] সিলসিলা সহিহাহ ৭৫৮, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হাদীস নং : ২১৯৫ দ্রষ্টব্য

[২] তাফসির ইবন কাসির, সূরাহ আস-সফফাতের ১০৩-১১৩ আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

[৩] ঈসা ('আলাইহিসসালাম) এর পূর্বে বনী ইস্রাঈল বংশে যে সকল নবী এসেছেন, তাঁদের নামে লেখা (বিকৃত) কিতাবগুলোর সমষ্টিকে ইহুদিরা বলে 'তানাখ' (Tanakh)। খ্রিষ্টানরাও এই কিতাবগুলোর উপর ঈমান রাখে। তারা এগুলোকে তাদের বাইবেলে 'পুরাতন নিয়ম' (Old Testament) অংশে রেখেছে। ঈসা ('আলাইহিসসালাম) ও তাঁর শিষ্যদের নামে লেখা (বিকৃত) কিতাবগুলোর সমষ্টিকে খ্রিষ্টানরা তাদের বাইবেলে 'নতুন নিয়ম' (New Testament) অংশে রেখেছে। 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' নিয়ে খ্রিষ্টানদের বাইবেল।

[৪] সূরাহ আস সফফাত (৩৭):৯৯-১১২ দ্রষ্টব্য
[৫] সূরাহ আস-সফফাত (৩৭):১১৪ দ্রষ্টব্য
[৬] বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-১৯
[৭] বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২১:৫-১০
[৮] বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ১৬:১৬ ও ২১:৫ দ্রষ্টব্য
[৯] সূরাহ আস-সফফাত (৩৭):৯৯-১১২ দ্রষ্টব্য
[১০] বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২২:১-২, ১২, ১৬
[১১] সিরিয়ায় এক ব্যক্তি থাকতেন যিনি পূর্বে একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। খলিফা থাকাকালীন উমার ইব্ন আবদুল আযীয(র.) তাঁকে এ বিষয়ে [জবিহুল্লাহ কে ছিলেন] জিজ্ঞেস করলেন।...তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ইব্রাহিমের(আ.) দুই ছেলের মধ্য থেকে কাকে কুরবানী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন? ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি বললেনঃ তিনি ছিলেন ইসমাঈল(আ.)। আল্লাহর শপথ হে আমিরুল মু'মিনীন! ইহুদিরাও এটা ভালো করেই জানে। কিন্তু শুধুমাত্র হিংসার কারণে তারা এটা স্বীকার করে না। আরবদের মূল হলেন ইব্রাহিমের(আ.) ছেলে ইসমাঈল(আ.), আর ইহুদিদের মূল এসেছে ইসহাক(আ.) থেকে। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা ইসমাঈলকে(আ.) প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করে। [তাবারী ২১/৮৫; তাফসির ইবন কাসির, সূরা আস সফফাতের ১০৩-১১৩ আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য]
[১২] দেখুন সূরাহ আল-বাকারাহ (২):২৮৫

উম্মাতে মুহাম্মাদিতে কুরবানীর গুরুত্ব :

ইবরাহীম আ ও ঈসমাইল আ এর কুরবানীর ঘটনায় শেষ পর্যন্ত একটি দুম্বাকেই কুরবানি করা হয়। আর এটাই আল্লাহ তালার নিকট অত্যন্ত ভালো লাগে। ইবরাহীম আ.-এর এই দুম্বা কুরবানী হল, ইসলামী শরীয়তে নির্দেশিত কুরবানীর পদ্ধতির মূল সূত্র। (সামর্থ্যবান) মুসলমানদের কর্তব্য হল (নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট) পশু কুরবানী করা। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ.

সুতরাং আপনার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। -সূরা কাওসার (১০৮) : ২

এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে গোটা উম্মতকে নামায ও কুরবানীর আদেশ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীন সম্পর্কে জানতে এসেছিল। ফিরে যাওয়ার সময় নবীজী তাকে ডেকে বললেন-

أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى، جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

আমাকে 'ইয়াওমুল আযহার' আদেশ করা হয়েছে। এ দিবসকে আল্লাহ এ উম্মতের জন্য ঈদ বানিয়েছেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৫৭৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৯১৪

এ হাদীস থেকে জানা গেল, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন কুরবানী করার জন্য বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছে।

মিখনাফ ইবনে সুলাইম রা. বলেন-

كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ.

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! প্রত্যেক ঘরওয়ালার উপর প্রতি বছর কুরবানী আবশ্যক। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫১৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৮৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ২৪৭৮৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৮৮৯

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন-

هذا حديث حسن غريب.

তাছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদানী-জীবনে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন-

أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় দশ বছর ছিলেন। প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫০৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৪৯৫৫

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন-

هذا حديث حسن

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে বোঝা গেল, কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সামর্থ্যবানদের জন্য কুরবানী করা আবশ্যক।

কুরবানী হতে শিক্ষা:

১. কুরবানীর গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হল, আল্লাহর প্রতি তাওহীদের বিশ্বাসকে দৃঢ়, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত করা। কুরবানী আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ, আর কোনো কিছু ইবাদতের উপযুক্ত নয়। সুতরাং ইবাদত একমাত্র আল্লাহর করবো। আল্লাহ ছাড়া আর কারো, আর কোনো কিছুর ইবাদত করব না। কোথাও উপাসনাধর্মী কোনো কাজ গায়রুল্লাহর জন্য হলে আমি তাতে শরীক হবো না।
আল্লাহ তাআলা নবীজীকে বলেন-

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরলপথ প্রদর্শন করেছেন, যা বিশুদ্ধ দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। এরই আদেশ করা হয়েছে আমাকে এবং আমিই প্রথম আনুগত্যকারী। -সূরা আনআম (৬) : **১৬১-১৬৩**

এ আয়াতগুলোতে নবীজীকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ তাওহীদের ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় তাওহীদের এই ঘোষণা উচ্চারণ করতেন।
জাবির রা. থেকে বর্ণিত, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন দুটি দুম্বা জবাই করেছেন। তিনি যখন এগুলোকে কেবলামুখী করে শোয়ালেন তখন বললেন-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আমি আমার মুখ তাঁর অভিমুখী করলাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। এরই আদেশ করা হয়েছে আমাকে এবং আমিই প্রথম আনুগত্যকারী। -

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫০২২; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৮৯৯

২. কুরবানীর আরেকটি বড় শিক্ষা হল আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা। তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করা। তাঁর হুকুম-আহকাম পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। কুরবানীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি, ইবরাহীম আ. আল্লাহর নির্দেশে বৃদ্ধ বয়সে প্রাপ্ত একমাত্র সন্তান ইসমাঈল আ.-কে যবেহ করার জন্য খুশিমনে রাজি হয়েছিলেন।

৩. কুরবানীর আরেকটি বড় শিক্ষা হল যে কোনো নেক কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা। কুরবানীর এ শিক্ষা উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকেই আমরা পাই। অন্যত্র তা আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰي مِنْكُمْ.

আল্লাহর কাছে সেগুলোর গোশত পৌঁছে না এবং সেগুলোর রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। -সূরা হজ্ব (২২) : ৩৭

হাঁ, কুরবানীর পশুর কিছুই তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। গোশত আমরা খেয়ে নিই। রক্ত-ময়লা ফেলে দিই। তাহলে আল্লাহর কাছে কী পৌঁছে? তাঁর কাছে পৌঁছে অন্তরের নিয়ত। যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী করা হয়, তাহলে এটাই তাঁর কাছে পৌঁছবে এবং তাঁর কাছে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে। আর যদি নামদাম, লৌকিকতা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তাঁর কাছে কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

মানব ইতিহাসের প্রথম কুরবানীর ঘটনায়ও এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। যখন আদম আ.-এর দুই পুত্র কুরবানী পেশ করলেন তখন একজনের কুরবানী কবুল হল, অপরজনের কুরবানী কবুল হয়নি। এ অবস্থায় তার (যার কুরবানী কবুল হয়নি) উচিত ছিল সত্য মেনে নেওয়া, কিন্তু সে উল্টো ঈর্ষাকাতর হল এবং একপর্যায়ে অপর ভাইকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হল। তখন ওই ভাই (যার কুরবানী কবুল হল) বললেন-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ .

আল্লাহ তো মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন। -সূরা মায়েদা (৫) : ২৭

হাদীসেও এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

ঈদের দিন আমরা প্রথমে নামায আদায় করি। অতঃপর ফিরে এসে কুরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে, সে আমাদের নিয়ম মতো করল। আর যে নামাযের আগেই পশু জবাই করল সেটা তার পরিবারের জন্য গোশত হবে, কুরবানী হবে না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৬১

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল, কুরবানী শরীয়তের বিধান মোতাবেক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করতে হবে। অন্যথায় তা কুরবানী হবে না; বরং নিছক গোশত খাওয়ার আয়োজন হবে।

৪. কুরবানীর আরেকটি শিক্ষা হল, কোনো কাজেই এমনকি যদি অনেক বড় কোনো নেক কাজেরও তাওফীক হয়ে যায়, তবু অহংকার না করা, আত্মমুগ্ধতার শিকার না হওয়া; বরং বিনয়ী হওয়া এবং অন্তরে এই অনুভূতি থাকা চাই যে, এটা একমাত্র আল্লাহর দয়াই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কুরবানীর ইতিহাসে আমরা লক্ষ করেছি, ইবরাহীম আ. যখন ইসমাঈল আ.-এর কাছে নিজ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা করে ফেলুন। আপনি আমাকে আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।'

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি দুম্বা কুরবানী করেন- একটি নিজের পক্ষ থেকে, আরেকটি উম্মতের পক্ষ থেকে। দুম্বা দুটি জবাই করার সময় তিনি বলেন-

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.

হে আল্লাহ! এটা তোমার পক্ষ থেকেই এবং তোমার জন্যই। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫০২২; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৮৯৯

নবীজীর বিনয় দেখুন, দুটি দুম্বা কুরবানী করা সত্ত্বেও তিনি অহংকার করেননি; বরং এই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন যে, এটা আল্লাহরই দান, তিনিই এর তাওফীক দান করেছেন।

৫. কুরবানীর আরেকটি শিক্ষা হল, সন্তানকে আল্লাহর অনুগত বানানোর চেষ্টা করা। কুরবানীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি, ইবরাহীম আ. মনে মনে এমন সন্তানের কথাই ভাবতেন এবং আল্লাহর কাছেও এমন সন্তানই প্রার্থনা করতেন, যে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত হবে, আল্লাহর জন্য জীবন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। তিনি তা বাস্তবে প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুন্দরভাবে কুরবানী করা এবং এর শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

কার উপর কুরবানী ওয়াজিব,

মাসআলা : ১.

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজন-অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বর্তমানে বসবাস ও

খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।
আর নিসাব হল স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি। টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া। আর সোনা বা রূপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলেও তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। যেমন কারো নিকট কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা আছে, যা সর্বমোট সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদির মূল্য সমান হয় তাহলে তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

فصل لربك وانحر

(তরজমা) অতএব আপনি আপনার রবব-এর উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী আদায় করুন। (সূরা কাউসার : ২)
এছাড়া ইতিপূর্বে উল্লেখিত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটিও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দলিল।-আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫

কার উপর কুরবানী ওয়াজিব,

মাসআলা : ২. একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া গেলে অর্থাৎ তাদের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কুরবানী ওয়াজিব।
পরিবারের যত সদস্যের উপর কুরবানী ওয়াজিব তাদের প্রত্যেককেই একটি করে পশু কুরবানী করতে হবে কিংবা বড় পশুতে পৃথক পৃথক অংশ দিতে হবে। একটি কুরবানী সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না।

নেসাবের মেয়াদ,মাসআলা ৩.

কুরবানীর নেসাব পুরো বছর থাকা জরুরি নয়; বরং কুরবানীর তিন দিন থাকলে এমনকি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের কিছু আগে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলেও কুরবানী ওয়াজিব হবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২

নাবালেগের কুরবানী,মাসআলা : ৪.

নাবালেগ শিশু-কিশোর তদ্রূপ যে সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন নয়, নেসাবের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অবশ্য তার অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষে নফল কুরবানী করতে পারবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬

মুসাফিরের জন্য কুরবানী,মাসআলা : ৫.

যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে (অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়তে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। -ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৪, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫

দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানীর হুকুম,মাসআলা : ৬.

নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এমন দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু সে যদি কুরবানীর নিয়তে কোনো পশু কিনে তাহলে তা কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২

কুরবানীর সময়,মাসাআলা ৭:

যিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানীর সময়। তবে সবচেয়ে উত্তম হল প্রথম দিন কুরবানী করা। এরপর দ্বিতীয় দিন এরপর তৃতীয় দিন।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫

عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.

বারা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদের দিন আমরা প্রথমে নামায আদায় করি। অতপর ফিরে এসে কুরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে সে আমাদের নিয়ম মতো করল। আর যে নামাযের আগেই পশু জবাই করল সেটা তার পরিবারের জন্য গোশত হবে, এটা কুরবানী হবে না।-সহীহ মুসলিম ২/১৫৪

প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানী করা যাবে

যেসব এলাকার লোকদের উপর জুমা ও ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের জন্য ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে ঈদের নামায আদায় পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেও কুরবানী করা জায়েয।-সহীহ বুখারী ২/৮৩২, কাযীখান ৩/৩৪৪, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮; সহীহ মুসলিম ২/১৫৪

روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানীর পশু জবাই করবে সেটা তার নিজের জন্য সাধারণ জবাই হবে। আর যে নামায ও খুতবার পর জবাই করবে তার কুরবানী পূর্ণ হবে এবং সে-ই মুসলমানদের রীতি অনুসরণ করেছে।-সহীহ বুখারী ২/৮৩৪; সহীহ মুসলিম ২/১৫৪

রাতে কুরবানী করা,মাসআলা : ৮.

১০ ও ১১ যিলহজ্ব দিবাগত রাতেও কুরবানী করা জায়েয। তবে দিনে কুরবানী করাই ভালো।-মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২২, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০, কাযীখান ৩/৩৪৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু সময়ের পর যবাই করলে,মাসআলা : ৯.

কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করেছিল, কিন্তু কোনো কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশু জীবিত সদকা করে দিবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৪, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫

কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু সময়ের পর যবাই করলে,মাসআলা : ১০. কুরবানীর দিনগুলোতে যদি জবাই করতে না পারে তাহলে খরিদকৃত পশুই সদকা করে দিতে হবে।

তবে যদি (সময়ের পরে) জবাই করে ফেলে তাহলে পুরো গোশত সদকা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেল তা-ও সদকা করতে হবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২১

কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে

মাসআলা : ১১. উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। তদ্রূপ হাঁস-মুরগি বা কোনো পাখি দ্বারাও কুরবানী জায়েয নয়।-কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

(তরজমা) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছি। আল্লাহ তাদের রুযি হিসেবে যেসব গৃহপালিত পশু দিয়েছেন তার উপর তারা যেন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।-সূরা হজ্ব : ৩৪

নর ও মাদা পশুর কুরবানী,মাসআলা : ১২.

যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয সেগুলোর নর-মাদা দুটোই কুরবানী করা যায়। -কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫

কুরবানীর পশুর বয়স,মাসাআলা ১৩.

উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে।

উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। (কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫-২০৬)

জাবের রা. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

তোমরা (কুরবানীর জন্য) মুসিন্নাহ ব্যতীত যবাই করো না। (মুসিন্নাহ হল, ৫ বছর বয়সী উট, ২ বছরের গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে **১** বছর [শরহুন নববী]) যদি সম্ভব না হয় তবে ছয় মাস বয়সী ভেড়া বা দুম্বা।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১৯৬৩**

এক পশুতে শরীকের সংখ্যা

মাসআলা : ১৪. একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। এমন একটি পশু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কুরবানী করলে কারোটাই সহীহ হবে না। আর উট, গরু, মহিষে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১৩১৮**, মুয়াত্তা মালেক **১/৩১৯**, কাযীখান ৩/৩৪৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭-২০৮)

وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, আমরা একটি গরু এবং একটি উটে সাতজন করে শরীক হয়ে যাই।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১২১৮**

সাত শরীকের কুরবানী

মাসআলা : ১৫. সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হবে না। যেমন কারো আধা ভাগ, কারো দেড় ভাগ। এমন হলে কোনো শরীকের কুরবানী সহীহ হবে না।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭

সাত শরীকের কুরবানী,

মাসআলা : ১৬. উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১৩১৮**, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭

কোনো অংশীদারের গলদ নিয়ত হলে

মাসআলা : ১৭. যদি কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না। তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানী হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯

কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ

মাসআলা : ১৮. কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়তে শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ দিতে হবে।

শৈশবে আকীকা করা না হলে বড় হওয়ার পরও আকীকা করা যাবে। যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবাও আকীকার গোশত খেতে পারবে।-ইলাউস সুনান **১৭/১২৬**

কেউ কেউ কুরবানীর পশুর সাথে আকীকা দিলে আকীকা সহীহ হবে না বলে মত দেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য আলেমগণ এ মতটি গ্রহণ করেননি। কোনো হাদীসে কুরবানীর সাথে আকীকা করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং কুরবানীর সাথে হজ্বের কুরবানী, জরিমানা দম একত্রে এক পশুতে দেওয়ারও প্রমাণ আছে। অর্থাৎ কুরবানীর পশুতে অন্য ইবাদতের নিয়তে শরিক হওয়া জায়েয। সুতরাং আকীকার নিয়তে শরিক হওয়াও জায়েয। আতা ইবনে আবী রবাহ রাহ. বলেছেন, উট-গরু সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী হতে পারে। আর এতে শরিক হতে পারে কুরবানীকারী, তামাত্তু হজ্বকারী এবং হজ্বের ইহরাম গ্রহণের পর হজ্ব আদায়ে অপারগ ব্যক্তি। (আসসুনান, সায়ীদ ইবনে মানসূর-আলকিরা লী কাসিদি উম্মিল কুরা ৫৭৩) এছাড়া ফাতাওয়া শামীসহ ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুরবানীর সাথে আকীকা সহীহ। দেখুন : রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬; হাশিয়াতুত তহতাবী আলাদ্দুর ৪/১১৬

মাসআলা : ১৯. কুরবানী করতে হবে সম্পূর্ণ হালাল সম্পদ থেকে। হারাম টাকা দ্বারা কুরবানী করা সহীহ নয় এবং এক্ষেত্রে অন্য শরীকদের কুরবানীও সহীহ হবে না।

মাসআলা :২০. যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয। তবে এতে কাউকে শরীক না করে একা কুরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে সে টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে যেহেতু কুরবানীর নিয়তে পশুটি ক্রয় করার মাধ্যমে লোকটি তার পুরোটাই আল্লাহর জন্য নির্ধারণ

করে নিয়েছে তাই তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয নয়। যদি শরিক করে তবে ঐ টাকা সদকা করে দেওয়া জরুরি হবে। কুরবানীর পশুতে কাউকে শরীক করতে চাইলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়ত করে নিতে হবে।-কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০

কুরবানীর উত্তম পশু,মাসআলা : ২১.

কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম।-মুসনাদে আহমদ ৬/১৩৬, আলমগীরী ৫/৩০০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২২.

এমন শুকনো দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, আলমগীরী ৫/২৯৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪

দাঁত নেই এমন পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৩:

যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৫, আলমগীরী ৫/২৯৮

যে পশুর শিং ভেঙ্গে বা ফেটে গেছে,মাসআলা : ২৪;

যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানী জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু কুরবানী করা জায়েয। -জামে তিরমিযী ১/২৭৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৮৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৪, আলমগীরী ৫/২৯৭

কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৫.

যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা সে পশুর কুরবানী জায়েয নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, মুসনাদে আহমদ ১/৬১০, ইলাউস সুনান ১৭/২৩৮, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ৫/২৯৭-২৯৮
আলী রা. বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান ভালো করে দেখে নিই এবং কান কাটা, কান ছেঁড়া বা কানে গোলাকার ছিদ্র করা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। (মুসনাদে আহমদ ১/৮০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৮০৪)

অন্ধ পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৬.

যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ২৯৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪
বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-
أربع لا يضحى بهن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنتقي
অর্থাৎ চার ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। যে পশুর চোখের জ্যোতি ক্ষতিগ্রস্ত, যে পশু অতি রোগাক্রান্ত, যে পশু বেশি খোঁড়া আর যে পশু অতি শীর্ণকায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২/৪৮২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৪৯৭

খোড়া পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৭.

যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না এমন পশুর কুরবানী জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৮৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩, আলমগীরী ৫/২৯৭

নতুন পশু ক্রয়ের পর হারানোটা পাওয়া গেলে,মাসআলা : ২৮.

কুরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পরে কুরবানীদাতা ধনী হলে দুটির একটি কুরবানী করলেই চলবে। তবে দুটি কুরবানী করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, গরীব ব্যক্তির ক্রয়কৃত পশু হারিয়ে গেলে তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা আবশ্যকীয় নয়, তারপরও যদি সে আরেকটি পশু কুরবানীর জন্য কিনে ফেলে তবে সেটি জবাই করা জরুরি হয়ে যায় এবং হারানোটি পাওয়া গেলে তাও জবাই করতে হবে।-সুনানে বায়হাকী ৫/২৪৪, ইলাউস সুনান ১৭/২৮০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৯, কাযীখান ৩/৩৪৭

গর্ভবতী পশুর কুরবানী,মাসআলা : ২৯. গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কুরবানী করা মাকরূহ। জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করতে হবে এবং কেউ চাইলে এর গোশতও খেতে পারবে।-কাযীখান ৩/৩৫০

পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে,মাসআলা : ৩০.

কুরবানীর নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কুরবানী জায়েয হয় না তাহলে ওই পশুর কুরবানী সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করতে পারবে। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ফাতাওয়া নাওয়াযেল ২৩৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫

পশুর বয়সের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা,মাসআলা :৩১.

যদি বিক্রেতা কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথার উপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে।-আহকামে ঈদুল আযহা, মুফতী শফী রাহ., পৃষ্ঠা ৫

বন্ধ্যা পশুর কুরবানী,মাসআলা : ৩২.

বন্ধ্যা পশুর কুরবানী জায়েয। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫

কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা,মাসআলা : ৩৩.

কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা উত্তম। তবে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে জবাইস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভালো। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৬৫৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২-২২৩, আলমগীরী ৫/৩০০, ইলাউস সুনান ১৭/২৭১-২৭৪

জবাইয়ে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে

মাসআলা : ৩৪. অনেক সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই নিজ নিজ যবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪

কুরবানীর পশু থেকে জবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া,মাসআলা : ৩৫.

কুরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হালচাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দিবে।-মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, নায়লুল আওতার ৩/১৭২, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০০

কুরবানীর পশুর দুধ পান করা,মাসআলা : ৩৬.

কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে

ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দিবে। -মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১

কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে,মাসআলা :৩৭ .

কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তার স্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে। - বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫১

কুরবানীর পশুর বাচ্চা হলে

মাসআলা :৩৮. কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর জবাইয়ের আগে বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চার গোশত খাওয়া যাবে না। পুরো গোশত সদকা করে দিতে হবে। তবে ওই বাচ্চা জবাই না করে জীবিত সদকা করে দেওয়া উত্তম।-কাযীখান ৩/৩৪৯, আলমগীরী ৫/৩০১, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী,মাসআলা : ৩৯.

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। -মুসনাদে আহমদ ১/১০৭, হাদীস ৮৪৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২

কুরবানীর গোশত জমিয়ে রাখা,মাসআলা : ৪০.

কুরবানীর গোশত ফ্রিজে রাখা বা প্রক্রিয়াজাত করে রাখা জায়েয।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, ইলাউস সুনান ১৭/২৭০

কুরবানীর গোশত বণ্টন,মাসআলা : ৪১. শরীকে কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নয়।-আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১

মাসআলা : ৪২. কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে এবং এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত নিজে রেখে দেওয়াও নাজায়েয নয়।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলমগীরী ৫/৩০০

গোশত, চর্বি বিক্রি করা,মাসআলা : ৪৩. কুরবানীর গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে প্রাপ্ত মূল্য সদকা করে দিতে হবে। -ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১

জবাইকারীকে চামড়া, গোশত দেওয়া,মাসআলা : ৪৪.

জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া, গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসাবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে।-আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৮

জবাইয়ের অস্ত্র,মাসআলা : ৪৫.

ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উত্তম।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

পশু নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা,মাসআলা : ৪৬.

জবাইয়ের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/২৯৬

অন্য পশুর সামনে জবাই করা,মাসআলা : ৪৭.

এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করবে না। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে প্রয়োজনের অধিক কষ্ট দিবে না।

কুরবানীর গোশত বিধর্মীকে দেওয়া,মাসআলা : ৪৮.

কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয।-ইলাউস সুনান ৭/২৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০

অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চাইলে,মাসআলা : ৪৯.

অন্যের ওয়াজিব কুরবানী দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তির কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে দেশীয় প্রচলনের কারণে তাদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১১

কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে,মাসআলা : ৫০.

কুরবানীর পশু যদি চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানীদাতার উপর পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব থাকে তাহলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯

পাগল পশুর কুরবানী,মাসআলা : ৫১. পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয। হযরত হাসান রা. বলেন, পাগল পশুর কুরবানী জায়েয।

তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস পানি দিলে খায় না এবং মাঠেও চরে না তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয হবে না। -আননিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ১/২৩০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৫২

নিজের কুরবানীর গোশত খাওয়া,মাসআলা : ৫২.

কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। -সূরা হজ্ব ২৮, সহীহ মুসলিম ২২/১৫৯, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৯০৭৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪

ঋণ করে কুরবানী করা,মাসআলা : ৫৩. কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তিও ঋণের টাকা দিয়ে কুরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে না।

হাজীদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী,মাসআলা : ৫৪.

যেসকল হাজী কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে হাজী কুরবানীর কোনো দিন মুকীম থাকবে সামর্থ্যবান হলে তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা জরুরি হবে। এটি সে নিজ এলাকায়ও করতে পারবে- ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬৬

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা,মাসআলা : ৫৫.

সামর্থ্যবান ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.কে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার ওসিয়্যত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন। -সুনানে আবু দাউদ ২/২৯, জামে তিরমিযী ১/২৭৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, মিশকাত ৩/৩০৯

কোন দিন কুরবানী করা উত্তম,মাসআলা : ৫৬.

১০, ১১ ও ১২ এ তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানী করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬

খাসীকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী,মাসআলা : ৫৭.

খাসিকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী করা জায়েয; বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম।-ফাতহুল কাদীর ৮/৪৯৮, মাজমাউল আনহুর ৪/২২৪, ইলাউস সুনান ১৭/৪৫৩

জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানী,মাসআলা : ৫৮.

যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়েয তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ইসালে সওয়াবের জন্য নফল কুরবানী করা জায়েয। এ কুরবানীর গোশত দাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে।-রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬

বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী অন্যত্রে করা,মাসআলা : ৫৯.

বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কুরবানী করা জায়েয।

কুরবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করবে,মাসআলা : ৬০.

কুরবানীদাতা এক স্থানে আর কুরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮

কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ সাদকা করা

মাসআলা : ৬১.

কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিলব্ধ মূল্য পুরোটা সদকা করা জরুরি। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

কুরবানীর চামড়া বিক্রির নিয়ত,মাসআলা : ৬২.

কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করতে চাইলে মূল্য সদকা করে দেওয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সদকার নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়েয ও গুনাহ। নিয়ত যা-ই হোক বিক্রিলব্ধ অর্থ পুরোটাই সদকা করে দেওয়া জরুরি। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১, কাযীখান ৩/৩৫৪

কুরবানীর শেষ সময়ে মুকীম হলে,মাসআলা : ৬৩.

কুরবানীর সময়ের প্রথম দিকে মুসাফির থাকার পরে ৩য় দিন কুরবানীর সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিকে মুকীম ছিল অতপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে এক্ষেত্রে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না। অর্থাৎ সে কুরবানী না দিলে গুনাহগার হবে না। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৬, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৯

কুরবানীর পশুতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া,মাসআলা : ৬৪.

এক কুরবানীর পশুতে আকীকা, হজ্বের কুরবানীর নিয়ত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। এ পশু হেরেম এলাকায় জবাই করতে হবে। অন্যথায় হজ্বের কুরবানী আদায় হবে না।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, আলমাবসূত সারাখছী ৪/১৪৪, আলইনায়া ৮/৪৩৫-৩৪৬, আলমুগনী ৫/৪৫৯

কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা,মাসআলা : ৬৫.

ঈদুল আযহার দিন সম্ভব হলে সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নত। এই সুন্নত শুধু ১০ যিলহজ্বের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত নয়। -জামে তিরমিযী ১/১২০, শরহুল মুনয়া ৫৬৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৩

কুরবানীর পশুর হাড় বিক্রি, মাসআলা : ৬৬.

কুরবানীর মৌসুমে অনেক মহাজন কুরবানীর হাড় ক্রয় করে থাকে। টোকাইরা বাড়ি বাড়ি থেকে হাড় সংগ্রহ করে তাদের কাছে বিক্রি করে। কিন্তু কোনো কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর কোনো কিছু এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয হবে না। করলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

রাতে কুরবানী করা,মাসআলা : ৬৭.

১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানী করা জায়েয। তবে রাতে আলোস্বল্পতার দরুণ জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে জবাই করা অনুত্তম। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে জবাই করতে কোনো অসুবিধা নেই। -ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১০

কাজের লোককে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো,মাসআলা : ৬৮.

কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে।-আহকামুল কুরআন জাস্সাস ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩২৬, ইমদাদুল মুফতীন

জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া,মাসআলা : ৬৯.

কুরবানী পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পশুর কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না। -কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫

মোরগ কুরবানী করা , মাসআলা : ৭০. কোনো কোনো এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে ঈদের দিন মোরগ কুরবানী করার প্রচলন আছে। এটি না জায়েয। কুরবানীর দিনে মোরগ জবাই করা নিষেধ নয়, তবে কুরবানীর নিয়তে করা যাবে না। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৪, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯০, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২০০

কুরবানি আদায়ে সমাজে প্রচলিত ভুল সমুহ:

০ইবাদত সহীহ ও কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি হল, সহীহ-শুদ্ধভাবে ইখলাসের সাথে নিয়ত করা এবং দ্বিতীয়টি হল, শরীয়তে নিধার্রিত নিয়মনীতি অনুযায়ী করা। কুরবানীর ক্ষেত্রেও এ দুটি শর্ত সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কেউ যদি নিয়ত সহীহভাবে করল কিন্তু শরয়ী তরীকা ও বিধান অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন করল না তাহলে সেটি ইবাদত বলে গণ্য হবে না। যেমনিভাবে নিয়ত উল্টো হলেও তা ইবাদত গণ্য হয় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) “এগুলোর গোস্ত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের মনের তাকওয়া” -সূরা হজ্ব ৩৭

এখানে প্রথম শর্তের বর্ণনা এসেছে। আর দ্বিতীয় শর্তটির বর্ণনা রয়েছে হাদীস গ্রন্থসমূহের কুরবানী অধ্যায়ে এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রচিত ফিকহের গ্রন্থাদিতে।

শর্তদুটির প্রথমটি যেহেতু অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই সেটির ভুলত্রুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বিতীয় শর্তটি কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর অনিয়ম ও ভুলত্রুটিগুলো সহজেই ধরা পড়ে।

আমাদের সমাজে সাধারণত কুরবানী আদায়ে যেসকল ভুলত্রুটি বেশি বেশি ঘটে থাকে নিম্নে সেগুলোর উপর কিছু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যেন আসন্ন কুরবানীসহ পরবতীর্তে ওইসকল ভুলের শিকার আমরা না হই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী এই ইবাদতটি পালন করে আমরা সকলেই যেন এর ফযীলত ও উত্তম প্রতিদান পেয়ে ধন্য হই- আমীন।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়া না-হওয়া বিষয়ক ভ্রান্তি,

কুরবানীর নেসাবঃ

অনেকে মনে করেন, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যে ধরনের সম্পদ জরুরি যেমন, টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, ব্যবসায়িক সম্পদ, তেমনি কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্যও একই শর্ত। ফলে কোন কোন সচ্ছল পরিবারের লোকজনকেও কুরবানী দিতে দেখা যায় না। এটি ভুল ধারণা। সঠিক মাসআলা হল, যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট কুরবানীর দিনগুলোতে সাড়ে ৫২ তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেকোন ধরনের সম্পদ থাকবে তার উপরই কুরবানী ওয়াজিব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, সৌখিন বা অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, তা ব্যবহৃত হোক বা না হোক, এসব কিছুও কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। কিন্তু যাকাতের বেলায় এগুলো ধর্তব্য হয় না। তাই টাকা-পয়সা, সোনা-চাঁদি ও ব্যবসায়িক সম্পদ না থাকলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ, আসবাবপত্রের মূল্য নেসাব পরিমাণ হলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২; আলমগীরী ৫/২৯২

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার সময়ঃ

শুধু যিলহজ্বের ১০ তারিখে কুরবানীর নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে কুরবানী ওয়াজিব হবে না বলে ধারণা করা হয়। ফলে যিলহজ্বের ১১ বা ১২ তারিখে কারো কাছে হঠাৎ কোনভাবে নেসাব পরিমাণ সম্পদ আসলে সে আর কুরবানী করে না। যেমন, যে অবিবাহিত মেয়ের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় কুরবানীর পরদিন তথা যিলহজ্বের ১১ তারিখে তার বিয়ে হল, সেদিন স্বামী তাকে স্বর্ণ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিলে, যা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি। তখন সে এই ভেবে কুরবানী করে না যে, কুরবানীর দিন তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। এধারণা ভুল। মাসআলা হল, যিলহজ্বের ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে ১২ তারিখ সূযার্স্ত পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানী করা যায়। এ তিন দিনের মধ্যে যেকোন সময় কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকেই কুরবানী দিতে হবে। -নসবুররায়া ৪/২১২-২১৩; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮; আলমগীরী ৫/২৯৫

নিজের ওয়াজিব কুরবানী না দিয়ে মা-বাবার কুরবানী দেওয়াঃ

ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলে যখন মা-বাবা বার্ধক্যে পৌঁছে যায় এবং তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় তখন ছেলে কেবল তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়। অথচ তার নিজের উপরও কুরবানী ওয়াজিব। সে নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় না করে মা-বাবার কুরবানী দেয় এবং মনে করে, এর দ্বারা তার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে। এটি ভুল। ছেলের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকলে নিজের কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে। এরপর যদি সামর্থ্যে কুলায় তাহলে ইচ্ছা হলে মা-বাবার পক্ষ থেকেও ভিন্ন কুরবানী দিতে পারবে। অবশ্য কেউ নিজের ওয়াজিব

কুরবানী আদায়ের ক্ষেত্রে মা-বাবাকে সওয়াব পৌঁছানোর নিয়ত করলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে এবং মা-বাবাও সওয়াব পেয়ে যাবেন।

যৌথ পরিবারে শুধু কর্তার কুরবানীঃ

যৌথ পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক উপার্জনকারী ব্যক্তি থাকে। যাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যৌথ পরিবার বিধায় শুধু পরিবারের কর্তার কুরবানীই দেওয়া হয়। প্রত্যেক উপার্জনকারীর কুরবানী দেওয়া হয় না। এটা ভুল। যৌথ পরিবার হোক বা ভিন্ন পরিবার হোক প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। যৌথ পরিবারের কর্তার কুরবানী দিলে তা পরিবারস্থ্ সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না।

কুরবানীর পশু ক্রয় ও শরিক নিয়ে বিভ্রান্তি,

অধিক মূল্যের বা সবচেয়ে বড় পশু ক্রয়ের প্রতিযোগিতাঃ

আজকাল বিত্তবান লোকদের মধ্যে কে কত বেশি মূল্যের পশু কিনতে পারে কিংবা কার কুরবানীর পশু কত বড় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এমনকি পার্শ্ববতীর্ দেশ থেকে উট কেনার প্রতিযোগিতা এবং পত্রপত্রিকায় ফলাও করে নাম ছাপা হতেও দেখা যায়। কোন কোন সময় এধরনের নজরকাড়া পশু এলাকায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করা হয়। এসব হল চরম মুর্খতা। কুরবানী কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইবাদতের জন্য প্রথম শর্ত হল 'এখলাস' তথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা। নিজের বড়ত্ব প্রকাশ, লোকের বাহবা পাওয়া, লোকদেখানো মনোভাব ইত্যাদি থাকলে ওই ইবাদত কবুল হবে না।

অবশ্য একথা কারো অজানা নয় যে, কুরবানীর পশু যত বড় হবে এবং যত ভাল হবে তত বেশি নেকী হবে। যদি তা হয় কেবল আল্লাহ তাআলাকে রাজিখুশি করার নিয়তে।

কুরবানী দেওয়ার নিয়তে পশু কিনে পরে শরিক নেওয়াঃ

যদি শরিকে কুরবানী করতে হয়, তাহলে পশু ক্রয় করার আগেই শরিক নির্ধারণ করে নেওয়া উত্তম। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত ক্রয়ের সময় অন্য শরিক অন্তভুর্ক্তির নিয়ত করে নিবে। পরে কোনো শরিক পাওয়া গেলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, ক্রয়ের সময় একা কুরবানী করার জন্য পশু ক্রয় করে, অতপর কোনো কারণে অন্যকে শরিক করতে হয় এ অবস্থায় মাসআলা কী হবে তা অনেকেরই জানা নেই। তাই মাসআলাটি বিস্তারিত লেখা হল।

ক. পশু ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি এমন হয় যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, তো যদিও তার জন্য পরবতীর্তে কাউকে শরিক করার সুযোগ আছে, কিন্তু এমনটি না করাই উত্তম। করলে অন্যান্য শরিকদের অংশ পরিমাণ মূল্য সদকা করে দেওয়া উত্তম।

খ. যদি একা কুরবানী করার উদ্দেশ্যে পশু ক্রয়কারী ব্যক্তি এমন হয়, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না তো তার জন্য অন্য কাউকে ওই পশুর মধ্যে শরিক করা জায়েয নেই।

কেননা যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় সে যদি কুরবানীর পশু ক্রয় করে এবং ক্রয়ের সময় অন্য কাউকে শরিক করার নিয়ত না থাকে তাহলে তার পুরো পশুটিই কুরবানী করা জরুরি। যদি মাসআলা না জানার কারণে বা অন্য কোনো কারণে দ্বিতীয় কাউকে শরিক করে নেয় তাহলে সে পরিমাণ মূল্য সদকা করে দেওয়া জরুরি। -কাযীখান ৩/৩৫০—৩৫১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৭; তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৬২

শরিক নির্বাচনে অসর্তকতাঃ

শরিকে কুরবানী দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককেই যাচাইবাছাই ছাড়া শরিক নিতে দেখা যায়। অধিকাংশ উপার্জন হারাম- এধরনের ব্যক্তিকেও শরিক নিয়ে নেওয়া হয়। অথচ এমন ব্যক্তিকে শরিক নিলে শরিকদের কারো কুরবানীই সহীহ হবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত।

সাতের কম সংখ্যক শরিকঃ

অনেকে মনে করেন সাতজনের কমে শরিক নেওয়া যায় না। মনে করা হয়, হয় একা কুরবানী করতে হবে। নতুবা শরিক নিতে হলে অবশ্যই সাতজন পূর্ণ করতে হবে। এ ধারণা ভুল। এমনিভাবে কেউ কেউ শরিক সংখ্যা বেজোড় হওয়া জরুরি মনে করে। এটিও ভুল। সাত বা সাতের কমে যেকোন সংখ্যক শরিক নেওয়া যেতে পারে।

ক্রটিযুক্ত কুরবানীর পশু,

পশুর শিং ভাঙ্গা থাকা বা একেবারেই না থাকা;

অনেকে মনে করেন, পশুর শিং অল্পস্বল্প ভাঙ্গা থাকলেই ওই পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না। তদ্রূপ যে পশুর শিং উঠেনি সে পশু দ্বারাও কুরবানী হবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। সহীহ মাসআলা হল, যে পশুর শিং একেবারেই গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানী জায়েয নেই। পক্ষান্তরে যে পশুর শিং আংশিক ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারেই উঠেনি সে পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। -জামে তিরমিযী ১/২৭৬; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; রদ্দুল মুহ্তার ৬/৩২৪; আলমগীরী ৫/২৯৭

অন্তঃসত্ত্বা পশুর কুরবানীঃ

অনেকে অন্তঃসত্ত্বা পশুর কুরবানী না জায়েয মনে করে থাকে। অথচ এধারণা সহীহ নয়। এধরনের পশুর কুরবানী জায়েয। তবে বাচ্চা দেওয়ার সময় আসন্ন হলে সেটা কুরবানী করা মাকরূহ। -কাযী খান ৩/৩৫০; আলমগীরী ৫/৩০২

কুরবানীর পশু জবাই সম্পকীর্য় ভ্রান্তিসমূহ,

হুজুরকে দিয়ে যবাই করানো জরুরি মনে করাঃ

অনেকেই কুরবানীর পশু মসজিদের ইমাম বা হুজুরকে দিয়ে জবাই করানো জরুরি মনে করে। অথচ এটি ভুল ধারণা। কুরবানীদাতা জবাই করতে জানলে নিজেই জবাই করা

উত্তম। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৬৫৭; আলমগীরী ৫/৩০০; ইলাউস্ সুনান ১৭/২৭১-২৭৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২

কুরবানীর আগে শরিকদের নাম পড়াঃ

সাধারণত কুরবানীর আগে সকল শরিকের নাম বাপের নামসহ পড়াকে জরুরি মনে করে। ফলে অধিকাংশ জায়গায় পশুকে শুইয়ে বেঁধে জবাইয়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করার পরও জবাইকারীকে ওই নামের তালিকা পড়তে দেখা যায়। এ কাজটি নিতান্তই ভুল। শরিকদের নাম পড়া জরুরি নয়। এমনকি জবাইকারী শরিকদের কথা না জেনে জবাই করলেও সকল শরিকের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। কেননা কাদের কুরবানী করা হচ্ছে তা তো নির্দিষ্টই আছে। এখন জবাইয়ের মুহূর্তে নামের তালিকা উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। জবাইয়ের আগে এভাবে নাম উচ্চারণ করাটা সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়। আর এমন অপ্রয়োজনীয় একটি কাজের জন্য পশুকে জবাইয়ের পূর্বে কতইনা কষ্ট দেওয়া হয়।

কসাই বা দ্বিতীয় ব্যক্তির জবাইয়ে সহযোগিতা করাঃ

অনেক ক্ষেত্রে জবাইকারী জবাই করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে কসাই বা অন্য কেউ এসে ছুরি ধরে এবং বাকি জবাই পূর্ণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিসমিল্লাহ বলতে শোনা যায় না। যদি প্রথম ব্যক্তির জবাই সম্পন্ন না হয় (অর্থাৎ দুই শাহ রগ, শ্বাস নালী ও খাদ্য নালী এ চারটির কমপক্ষে তিনটি কাটা না হয়) তাহলে দ্বিতীয় জনকে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলতে হবে। অন্যথায় জবাই অশুদ্ধ হয়ে যাব। ওই পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪

ওজর ছাড়া ১১ বা ১২ তারিখে কুরবানী করাঃ

সাধারণত যাদের একাধিক কুরবানী থাকে তাদেরকে ১০ তারিখে একটি এবং ১১ বা ১২ তারিখে অন্যটি কুরবানী করতে দেখা যায়। বিনা ওজরে এমন করা ঠিক নয়। বিনা ওজরে প্রথম দিন কুরবানী না করে পরে কুরবানী দেওয়া অনুত্তম। -মুআত্তা মালেক ১৮৮; বাদায়ে উস্সানায়ে ৪/১৯৮; আলমগীরী ৫/২৯৫

পশু ঠাণ্ডা হওয়ার আগে চামড়া ছিলাঃ

অনেকেই পশু ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই পায়ের রগ কাটা এবং চামড়া ছিলা শুরু করে। এতে পশু কষ্ট পায়। এটি মাকরূহ। পশুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়াই গুনাহ্। -বাদায়েউসসানায়ে ৪/২২৩; আলমগীরী ৫/২৮৭

গোস্ত বণ্টন ও দান,

গোস্ত ওজন না করাঃ

অনেকে শরিকে কুরবানী দিলেও গোস্ত অনুমান করে বণ্টন করে থাকে। অথচ শুধু অনুমান করে গোস্ত বণ্টন করা নাজায়েয। -কাযী খান ৩/৩৫১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭

গোস্ত ওজন করাকে সংকীর্ণতা ভাবাঃ

অনেকে ওজন করে বণ্টন করাকে খুব অপছন্দ করে। এটাকে সংকীর্ণতা, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করে। অথচ এটি শরীয়তের হুকুম। না জেনে এমন মন্তব্য করা ঠিক নয়।

তিন ভাগ করা জরুরি ভাবাঃ

অনেকে কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখে, এক ভাগ আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও এক ভাগ ফকীর মিসকীনকে দেওয়া জরুরি মনে করেন। অথচ এভাবে বণ্টন করা জরুরি নয়, তবে উত্তম। কেউ এতে ত্রুটি করলে কোন গুনাহ হবে না এবং কুরবানীরও কোন ক্ষতি হবে না। কেউ কেউ পুরো পশুই ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখে, কিছুই দান করে না। এটাও ঠিক নয়, অনুত্তম। -সূরা হজ্ব ৩৬; বাদায়েউস্ সানায়ে ৪/২২৪; আলমগীরী ৫/৩০০

কুরবানীর গোস্ত বিধর্মীর্দের দেওয়াঃ

অনেকে মনে করে, কুরবানীর গোস্ত হিন্দু বা বিধর্মীর্দেরকে দেওয়া জায়েয নেই। এধারণা ভুল। বিধর্মীর্দেরকেও কুরবানীর গোস্ত দান করা জায়েয। -ইলাউস্ সুনান ১৭/২৮৩; আলমগীরী ৫/৩০০

ভৃত্য ও কাজের লোকদেরকে কুরবানীর গোস্ত দেওয়াঃ

অনেকে কর্মচারী ও কাজের লোকদেরকে কুরবানীর গোস্ত দেওয়া ও খাওয়ানোকে নাজায়েয মনে করে। অথচ তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসাবে না দিয়ে হাদিয়া দিলে কোন অসুবিধা নেই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের মত এদেরকেও কুরবানীর গোস্ত দেওয়া উচিত। তবে তার নির্ধারিত পারিশ্রমিক থেকে ভিন্নভাবে দিতে হবে।

চর্বি বিক্রিঃ

কুরবানীর পর ঢাকাসহ পুরো দেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুরবানীর পশুর চর্বি কেনাবেচা হয়। অথচ কুরবানীর গোস্ত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা নাজায়েয। কেউ বিক্রি করলে পুরো টাকা মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া জরুরি। -ইলাউস্ সুনান ১৭/২৫৯; বাদায়েউস্ সানায়ে ৪/২২৫; কাযী খান ৩/৩৫৪; আলমগীরী ৫/৩০১

কুরবানী নিয়ে আরো কিছু ভ্রান্তি,

কুরবানীর দিনগুলোতে অন্য পশু জবাই করাঃ

অনেকের ধারণা, কুরবানীর তিন দিন কুরবানীর পশু ছাড়া অন্য কোন পশু জবাই করা যাবে না। এমনকি হাঁস-মুরগী বা গরু-ছাগলও নয়। এটি ভুল ধারণা। তবে কুরবানীর নিয়তে হাস, মুরগী ইত্যাদি (যেগুলো দ্বারা কুরবানী সহীহ নয়) জবাই করা ধনী-গরিব সকলের জন্যই নাজায়েয। গোস্তের প্রয়োজনে জবাই করতে কোন সমস্যা নেই। খুলাসাতুল ফাতওয়া ৪/৩১৪; বায্যাযিয়া ৬/২৯০; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩; আলমগীরী ৫/৩০০

আকীকা না দিলে কুরবানীঃ

অনেকের ধারণা, আকীকা না দিলে কুরবানী দেওয়া যায় না। তাই অনেকে কুরবানীই করে না। আবার অনেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী না দিয়ে আকীকা দেয়।

অথচ এটি একেবারেই অমূলক। একটির সঙ্গে অপরটি শর্তযুক্ত নয়। তাই কোন কারণে আকীকা দেওয়া না হলেও ওয়াজিব কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে।

অনাদায়ী কুরবানীঃ

বিগত বছরের কুরবানী অনাদায়ী থাকলে অনেকেই পরবর্তী বছর কুরবানী দিয়ে থাকে। অথচ এভাবে বিগত বছরের কুরবানীর কাযা আদায় হয় না। এক্ষেত্রে নিয়ম হল, প্রতি বছরের কুরবানীর জন্য অন্তত কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করা। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১১; মাবসুতে সারাখসী ১২/১৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২৯; ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩২; মুলতাকাল আবহুর ৪/১৭০

হাজ্বী সাহেবের নামে কুরবানীঃ

অনেক হাজ্বী সাহেব দেশে তার কুরবানীর ব্যবস্থা করে যান। এটাকে তারা জরুরি মনে করেন। অথচ হাজী সাহেব হজ্বের সফরে থাকার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। হাঁ এরপরও যদি কেউ নফল কুরবানী দিতে চায় তবে সেটার অবকাশ আছে। -....কাযী খান ৩/৩৪৪; বাদায়ে উস্ সানায়ে ৪/১৯৫; আদ্দুরূল মুখতার ৬/৩১৫

জবাইয়ের আগে চামড়া বিক্রিঃ

অনেক সময় চামড়াক্রেতাদের পীড়াপীড়িতে পশু জবাইয়ের আগেই কুরবানীদাতা চামড়া বিক্রি করে ফেলে। এমনকি মূল্যও নিয়ে নেয়। এমনটি করা নাজায়েয। চামড়া ছিলার আগে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাই প্রয়োজনে যবাইয়ের আগে বিক্রির ওয়াদা করা যেতে পারে, বিক্রি করা যাবে না। -আলমগীরী ৩/১২৮; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৩

তথ্যসূত্রঃ

১)হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (মুফতি মনসূরুল হক দাঃ বাঃ)

২)কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ (ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ)

৩)মাসিক আল কাউসার

৪)Hadithbd.com

৫)Assalammedia.com

৬)তাফসীর ইবনে কাসীর